দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থায় ঢাকা চেম্বারের সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এর বক্তব্য। (স্থান: ডিসিসিআই মিলনায়তন, তারিখ ঃ ২২/০১/২০১৫, সময়ঃ বেলা ১১ঃ৩০ ঘটিকা)।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইলেক্ট্রনিকস এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ।
ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ।

আপনারা সকলে সুস্থভাবে এবং সময়মত উপস্থিত হতে পেরেছেন সেজন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। বর্তমানে চলমান সার্বিক অচলায়তনের আজকে ১৭তম দিন অতিবাহিত করছি। এত দিনেও অবস্থার উন্নতি না হয়ে বরং দিনদিনই অবনতি লক্ষ্য করছি এবং ঝরে যাচ্ছে অগণিত নিরীহ প্রাণ এবং ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে জাতীয় সম্পদের।

প্রথমে আমি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে চলমান রাজনৈতিক সংকট এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থার উপর আয়োজিত আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান রাজনৈতিক সংকটে ব্যবসায়ী সমাজ ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। **ব্যবসায়ী সমাজের দায়িত্ব সাধারণতঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ব্যবসা-বান্ধব নীতিমালা নিয়েই কথা বলা। আমরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু চলমান পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য যেভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে তাতে ব্যবসায়ী সমাজ দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে।**

রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত বিগত কয়েকদিনের টানা অবরোধ ও হরতালের মত ধ্বসাংত্মক কর্মসূচীতে ২৯টি তাজা প্রাণ আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে এবং পেট্রোলবোমা হামলায় ও অন্যান্য সংঘর্ষে প্রায় ৭০০ মানুষ আহত হয়েছেন, যার অধিকাংশই সাধারণ জনগণ। কি দোষ ছিল তাদের? তাহলে তাঁদের জীবন দিতে হচ্ছে কেন? তাছাড়া এ সহিংসতা থেকেতো শিশুরাও রেহাই পাচ্ছেনা। একজন মা জানেন সন্তান হারানোর বেদনা কতটুকু। একজন বাস অথবা ট্রাক ড্রাইভার জানেন তার গাড়িটি পুড়ে গেলে তার কতটা ক্ষতি হয়। এমন বর্বরতা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায়না। আমরা ব্যবসায়ী, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির চালিকা শক্তি। আমাদের কাজ ব্যবসা করা ও দেশের অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলা আমাদের কাজ নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকেই যে কোন রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলা করে এর সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে, তবে তা অবশ্যই জান-মালের ক্ষতি করে নয়।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

১। **বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে প্রতিদিন আমাদের অর্থনীতি যে ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে তা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত জিডিপি-এর হিসেব অনুযায়ী ০.১৭%। উল্লেখ্য, প্রতিদিনের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২,২৭৭.৮৬ কোটি টাকা, তবে প্রতিদিন শিল্প উৎপাদন সক্ষমতায় ২৫ শতাংশ ক্ষতি ধরলে এর পরিমাণ প্রায় ২৫০০ কোটি টাকারও অধিক দাঁড়াতে পারে।**

২। বর্তমানে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এবং রেমিটেন্স প্রবাহের ধারা সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে, যা অর্থনীতির জন্য খুবই ইতিবাচক। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে এবং ৮ শতাংশ জিডিপি অর্জন করতে হলে আমাদের জিডিপি-এর ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ দরকার, যার পরিমাণ বর্তমানে ২৬ শতাংশ। ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দুই হাজার আটশত কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ বিনিয়োগ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। BRICS এর পর সম্প্রতি গোল্ডম্যান স্যাক্স সম্ভাবনাময় ১১টি দেশের সমন্বয়ে 'নেক্সট ইলেভেন' নামে যে তালিকা তৈরী করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সংস্থাটি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছে, দেশটির বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার বেশির ভাগই তরুণ। **গোল্ডম্যান স্যাক্স এবং বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন সংস্থার পূর্বাভাষ সত্যে পরিণত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দলসহ সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।**

৪। বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার এই চারটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত বিসিআইএম (BCIM) আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামে ভৌগলিকভাবে মধ্যস্থানে অবস্থান করার কারণে বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক্যালি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। **পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক BCIM অঞ্চলে বাস করার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিসিআইএম ভুক্ত ২৭০ কোটি জনবহুল বাজারে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরী হয়েছে। এই সুবিধাজনক অবস্থাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যকে আরো সমৃদ্ধ করা যায় সে ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।**

৫। **গার্মেন্টস শিল্পের বিপুল সাফল্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তৈরী পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং প্রথম স্থানে যাওয়ার পথে রয়েছে।** আমরা দেখতে পাই এ ব্যাপারে বেসরকারি খাত উজ্জীবিত হলেও রাজনৈতিক কর্মকান্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। **চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় আমাদের অগ্রসরমান রপ্তানি খাত বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়েছে।** এ পরিস্থিতির দ্রুত অবসান কাম্য। আর সেজন্য সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। **চলমান অচলাবস্থায় এই শিল্প ইমেজ সংকটে পড়ছে, যা টাকার অংকে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।** এ অবস্থা চলতে থাকলে এ খাতের প্রতিযোগী দেশ যেমনঃ ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, মায়নমার, ভারত সহ প্রভৃতি দেশ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া এখাতের ক্রেতা রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান সমূহ রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে নিরাপত্তার অজুহাতে পণ্যের দাম কমিয়ে দেওয়ার সুযোগ নিতে পারে। **২০১৪-১৫ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রফতানিতে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে দুই হাজার ৬০০ কোটি ডলার। বিজিএমইএ'র তথ্যমতে এক দিনের অবরোধ বা হরতালে ৬৯৫ কোটি টাকার পোশাক রফতানি বাধগ্রস্থ হয়, যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।**

৬। **অন্যদিকে দেশের অন্যতম প্রধান খাত কৃষি খাতে প্রতিদিন ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ২৮৮ কোটি টাকা। বাংলাদেশের কৃষকরা ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে চাষাবাদ করে থাকে, যার পরিশোধের সময়সীমা খুব স্বল্পকালীন হয়ে থাকে। বেশির ভাগ কৃষি পণ্য পঁচনশীল হওয়ায় সঠিক সময়ে এ ধরনের পণ্য বিক্রি করতে না পারায় তাদের পক্ষে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।** এর চাপ ব্যাংকিং খাতেও পড়বে বলে মনে করে ডিসিসিআই। তাছাড়া, চলমান

অস্থিরতায় ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে কৃষিজাত পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিবহন খাতে অচলাবস্থার কারণে গ্রামাঞ্চলে সার, পানি সেচের জন্য জ্বালানি তেল, বালাইনাশক ইত্যাদি উপকরণ সময় মত না পৌঁছানোর কারণে আসন্ন বোরো মওসুমে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

দেশের পোল্ট্রি শিল্পে অবরোধের প্রথম দুই সপ্তাহে ক্ষতির পরিমান ২৫৬ কোটি টাকা, সে হিসেবে প্রতিদিনের ক্ষতির পরিমান ১৮.২৮ কোটি টাকা। উপরন্তু হিমায়িত খাদ্য খাতে প্রতিদিনের ক্ষতি প্রায় ৮ কোটি টাকা।

৭। **চলমান অবরোধ কর্মসূচীর ফলে চট্রগ্রাম বন্দরে প্রায় ২৬ হাজার কন্টেনার আটকা পড়ে আছে, যার কারণে শিল্প কারখানায় কাচাঁমাল সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে।** উল্লেখ্য, **২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রাকল্পিত জিডিপিতে শিল্প খাতের** (বৃহৎ ও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র) **১দিনের** (বছরে ৩০০ দিন কর্মদিবস সাপেক্ষে) **অবদান ৮৭৫.৮৪ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমান অচলাবস্থায় শিল্প খাতে একদিনের উৎপাদন সক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে প্রায় ২৫ শতাংশ, সেই হিসাবে যদি বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ দিন শিল্প-কারখানা উৎপাদনে সক্ষম হয়, তাহলে বলা যায় শিল্পখাতে ১দিনে ২১৮.৯৬ কোটি টাকার উৎপাদন সক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে শিল্প-কারখানায় শ্রমিক ছাটাই এর প্রবণতা বাড়বে, যার কারণে সমাজের বেকারত্ব বাড়ার পাশাপাশি সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে পারে।**

৮। **পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে প্রতিদিনের ক্ষতির পরিমান ৩০০ কোটি টাকারও অধিক।** বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য যেসব খাতসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, তারমধ্যে পরিবহন খাত অন্যতম। **গত ১৫ দিনের অবরোধে ছয়শতাধিকের বেশি গাড়িতে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙ্গচুরের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে রেল লাইনের স্লিপার উঠিয়ে ফেলায় রেল চলাচল মারাত্নক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে পাশাপাশি সম্প্রতি নৌপথে অগ্নি-সংযোগের ঘটনায় জনমনে রীতিমত আতংক বিরাজ করছে।**

৯। **রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবরোধের কারণে পর্যটন শিল্পে স্থবিরতা নেমে এসেছে।** পর্যটন মৌসুমের শুরুতে পর্যটক না থাকায় হতাশায় ভুগছেন ব্যবসায়ীরা। টানা অবরোধের কারণে বিদেশী পর্যটকরা বাংলাদেশ ভ্রমনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের অগ্রিম হোটেল বুকিং বাতিল করেছে। পাশাপাশি দেশীয় পর্যটকরা এ অবস্থায় আতংকিত হয়ে তাদের ভ্রমন পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। এছাড়া আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে হাজীগণের নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শেষ করার কথা থাকলেও এ অবস্থার কারণে তারা নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ করতে পারছেনা। **বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি)-এর সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্যমতে জানা যায় বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, টানা অবরোধ ও হরতাল চলতে থাকলে পর্যটন খাতে এ মৌসুমে শত কোটি টাকার ক্ষতির আশংকা রয়েছে।** বেসরকারী খাতের প্রতিষ্ঠান **ট্যুরিজম ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এর মতে এ খাতে প্রতিদিন ক্ষতি প্রায় ২০০ কোটি টাকা।**

১০। **বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় খাতগুলোর মধ্যে আবাসন খাত অন্যতম। চলমান অস্থিরতা কারণে এ খাতে প্রতিদিন ২৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে**। পরিবহন ব্যবস্থা সচল না থাকার কারণে এ খাতের ব্যবহৃত পণ্য সমূহের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে, যার ফলে সময়মত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না এবং এর কারণে গ্রাহকদের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না।

১১। হরতাল অবরোধের কারণে দেশের **৪টি স্থলবন্দর ও বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় থেকে প্রতিদিন গড়ে সরকারের প্রায় ৩৩.৮ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় কম হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ অবস্থা চলতে থাকার কারণে অবরোধের প্রথম ১৪ দিনে দেশের সর্ববৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল থেকে সরকার ৭৫ কোটি টাকার রাজস্ব আয় থেকে পিছিয়ে পড়েছে**। সে হিসাবে শুধু বেনাপল স্থলবন্দরে এক দিনের রাজস্ব আদায়ের ক্ষতি ৫.৩৫ কোটি টাকা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থলবন্দর থেকে ব্যবসায়ীরা আমদানি পণ্য খালাস নিতে না পারায় তাদের প্রতিদিন কমপক্ষে ১০.০৫ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

১২। **পাইকারি বাজার, শপিং মল, শো-রুম, ক্ষুদ্র ও ছোট দোকান খাতে প্রতিদিন ক্ষতি ১৫০ কোটি টাকা**। তাছাড়াও রাজধানীতে ছোট-বড় মিলিয়ে ভ্রাম্যমাণ এবং **হকার ও অস্থায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। এসব দোকানে ৩ লাখের বেশি মানুষ কর্মরত এবং একদিনের হরতালে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বেশি লোকসান হচ্ছে।**

১৩। **বাংলাদেশের প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানী খাতে গত দুই সপ্তাহের হরতাল ও লাগাতার অবরোধের কারণে মোট ক্ষতির পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা। সে হিসাবে এ খাতে প্রতিদিনকার ক্ষতি ১৭.৮৫ কোটি টাকা।**

১৪। দেশে বর্তমানে ৬০ টির মত বীমা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। হরতালের কারণে কাস্টমারদের ক্ষয় ক্ষতির কারণে বীমা প্রতিষ্ঠানের কাছে Claim এর পরিমাণ বেড়ে যায়। **সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সহিংসতার ঘটনায় বীমা কোম্পানির বিনিয়োগ, আমদানি, রপ্তানি, প্রিমিয়াম আয়, বীমা দাবি পরিশোধ ইত্যাদি মিলিয়ে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিদিনকার ক্ষতি ১৫ কোটি টাকা।**

১৫। যে কোনো দেশের শেয়ারবাজারে উত্থান-পতন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশের শেয়ারবাজারের সূচক ৫ হাজারের ঘরেই ওঠা-নামা করছে। **সম্প্রতি পুজিবাজারে একধরণের আস্থা ফিরে এসেছিল, কিন্তু প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগকারীরা এ খাতে আস্থা হারাচ্ছে**। পুজিবাজারের সবচেয়ে স্পর্শকাতর দিক হচ্ছে গুজব যার কারণে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতির শিকার হয়। লাগাতার অবরোধ ও হরতালের মত কর্মসূচি পুজিবাজারে গুজব ছড়াতে সাহায্য করবে বলে আমরা মনে করি। **সংকটাপন্ন অবস্থার কারণে আমদানী রফতানি বাধাগ্রস্থ হওয়ায় উৎপাদনমুখী কারখানা ক্ষতির মুখে পড়েছে। এর প্রভাব পড়ছে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ারদরের ক্ষেত্রেও।**

১৬। **দেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য মেলা "ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৫" এ আমরা লক্ষ্য করছি ক্রেতার উপস্থিতি বিগত যেকোন সময়ের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম**। এ

মেলায় ৫১৬টি স্টল ও প্যাভিলিয়ন রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ সহ ১৪টি দেশ অংশ নিয়েছে। **দেশের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, পরিবহন সমস্যা ও চলাচলে নিরপত্তাহীনতার কারণে সাধারণ জনগণ এ মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারছেনা, যা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাবৃন্দ বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়াও বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেশের ইমেজ মারাত্মকভাবে সংকটাপন্ন হচ্ছে**, যার ফলে তাদের ভবিষৎ অংশগ্রহণের ব্যপারে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

১৭। **রাজনৈতিক অচলাবস্থায় শিক্ষার প্রতিটি স্তরের সব শিডিউল ভেঙ্গে পড়েছে। শিক্ষাখাতের উপর হরতাল-অবরোধের প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন ক্লাসে উঠা ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত হতে পারে। সার্বিকভাবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পেরোনো শিক্ষার্থীদের ভর্তি পিছিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘায়িত হবে উচ্চশিক্ষা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আবারো বড় সেশন জটে পড়তে যাচ্ছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে থমকে আছে সেমিস্টার ফাইনাল। এছাড়াও পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে সাধারণ জনগন তাদের প্রাপ্য স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর প্রভাব অর্থনীতি ও উৎপাদন খাতে কম নয়।**

এতক্ষণ আলোচিত মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির ব্যপারে বিভিন্ন সূত্রের তথ্য থেকে প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান **সংযোজনী - ১** এ তুলে ধরা হলো।

সুপারিশমালাঃ

- **আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তথা স্বাধীনতার মূল মন্ত্র ছিল একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং এ লক্ষ্যে সকলের শাসনতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখা**। এ লক্ষ্যে ডিসিসিআই মনে করে **যে কোন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হলে রাজনৈতিক দলগুলোকে তা নিরসনে অবশ্যই কার্যকর আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে হবে, যাতে রাজনীতির কারণে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।** শুধুমাত্র বর্তমানের সমস্যা সমাধানের পথ বের করলেই চলবেনা, যে কোন রাজনৈতিক সংকট এমনভাবে সমাধান করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে একই ধরনের সংকট তৈরীর আর কোন সুযোগ না থাকে। **আমরা ব্যবসায়ী সমাজ মনে করি সুষ্ঠু ধারার গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার কাঙ্খিত পরিবেশ উন্নয়ন হলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায়ে রাখা সহজ হবে।**

ঢাকা চেম্বার মনে করে, বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সংলাপই একমাত্র পন্থা। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর কোন দেশেই চাপ/শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত সমাধান অর্জন সম্ভব হয়নি। এজন্য আমাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে অবিলম্বে সংলাপ আয়োজনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে মতৈক্যে পৌঁছাতে হবে। বর্তমান যুগে পেশী শক্তির স্থলে মেধা ও বুৎপত্তির সমন্বয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সকল সমস্যার সমাধানে পৌছাতে হবে।

- **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরনের ক্ষেত্রে সুশাসন আবশ্যক ঃ**

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান অঙ্গীকার ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সহ সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে আমাদেরকে বর্তমান সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হতে হবে।

- **সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে রাজনীতির আধুনিকায়ন ঃ**

সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা বজায় রাখার লক্ষ্যে দলমত এর উর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক দলগুলোকে পারস্পারিক সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক ইস্যুতে ঐক্যমত সৃষ্টি করে রাজনীতিকে একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোতে নিয়ে যেতে হবে। অবরোধ হরতাল দেশ ও জনগণের ক্ষতি ছাড়া অন্য কোন কিছু দিতে পারেনা। এটা মনে রাখতে হবে যে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে সে দলকেই সকল অর্থনৈতিক ক্ষতির বোঝা বহন করতে হয়।

- আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আওতায় সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও নির্দিষ্ট স্থানে সভা, সমাবেশ করার অধিকার থাকায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন কোন অবস্থাতেই সহিংস হওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন প্রত্যাশা করি।

- **সিটিজেন কাউন্সিল গঠন ঃ**

দেশের সিনিয়র নাগরিক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ‘‘সিটিজেন কাউন্সিল’’ গঠন করা যেতে পারে। যাঁরা কোনভাবেই রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত হবেন না। প্রস্তাবিত এ কাউন্সিল সকল রাজনৈতিক দলকে সমানভাবে মূল্যায়ন করে গ্রহণযোগ্য সুপারিশ প্রণয়ন করবে যা প্রয়োজনে ভবিষ্যতে জাতীয় সংসদেও উপস্থাপন করা যেতে পারে।

- **রপ্তানিমুখী শিল্পকে হরতালের আওতামুক্ত রাখা ঃ**

রাজনৈতিক কর্মসূচী যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে ব্যাহত না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। হরতালের মত কর্মসূচীর কারনে যাতে আমাদের রপ্তানী ব্যাহত না হয়, সে জন্য যে কোন মূল্যে একে রক্ষা করতে হবে। **রপ্তানিমুখী শিল্পকে হরতালের আওতামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য রপ্তানি পণ্যবাহী ট্রাক, কার্গো ইত্যাদি পরিবহনকে প্রশাসনিক সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করে পোর্টে পণ্য যাওয়া এবং আসার স্থানে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। উভয় স্থানে প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী মোতায়েন করা যেতে পারে।**

- লাগাতার অবরোধের ফলে আর্থিক ক্ষতি মেটাতে ব্যাংক রেটে খাত ভিত্তিক পুণঃঅর্থায়ন একান্ত আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি যেহেতু ব্যবসায়ীরা বর্তমান অবস্থায় চরম আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে, তাই এ অবস্থা চলাকালীন সময়ে ব্যাংক ঋণের সুদ মওকুফের দাবী জানাচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিদিনই ব্যাংকে ক্লাসিফাইড লোনের পরিমাণ বাড়ছে। আমরা এ পরিস্থতিতে লোন ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে Repayment Reschedule এর সুযোগ প্রদানের আহবান জানাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যাংকে রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং তারল্য থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অনুকূল পরিবেশ না থাকায় প্রত্যাশিত বিনিয়োগ হচ্ছেনা।

- **এমনিতেই চলমান পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভাল নয় তার উপর সরকার পিডিবির পক্ষ থেকে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। যেখানে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে, সেখানে বাংলাদেশে এ অবস্থায় বিদ্যুতের দাম পুনরায় বৃদ্ধি করা হলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। এছাড়াও আমরা মনে করি, দেশে জ্বালানি তেলের দামও কমে আসা উচিত, যা আমাদের কৃষি ও পরিবহন খাতে ইতিবাচক সুফল বয়ে আনবে।**

- **চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে যেখানে দেশীয় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর বিষয়টি বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। এক্ষেত্রে এফডিআই এর বেলায় যেখানে আমরা এমনিতেই পিছিয়ে আছি, তা আরও বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিযোগী পাশ্ববর্তী দেশগুলো তার পূর্ণ সুফল গ্রহণ করবে।**

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ঢাকা চেম্বার মনে করে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষা পেলে আমাদের অর্থনীতি সুসংহত হবে এবং এর মাধ্যমে দেশ তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। তাই এ অচলাবস্থার আশু সমাধান একান্ত আবশ্যক এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের রাজনীতিবিদদের সময়পোযোগী ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো সঠিকভাবে রাজনীতিবিদদের কাছে পৌঁছবে এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে বোধোদয় ঘটবে। দেশ ও জনগণ মহাসংকট থেকে রক্ষা পাবে।

আল্লাহ্ হাফেজ।

হোসেন খালেদ
সভাপতি, ডিসিসিআই।

বর্তমান হরতাল/ অবরোধে অর্থনৈতিক ক্ষতি টাকায়

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং.	আর্থিক ক্ষতির ব্যাখ্যা (উৎস)	বর্তমান হরতাল/ অবরোধে দৈনিক অর্থনৈতিক ক্ষতি টাকায়	ষোল দিনে অর্থনৈতিক ক্ষতি টাকায়	দৈনিক জিডিপির অংশ (শতকরা হিসেবে)	জিডিপি তে চলতি বছরের ১৬ দিনে হরতালে ক্ষতির অংশ (শতকরা হিসেবে)
১.	পোষাক রপ্তানি বাধাগ্রস্থে আর্থিক ক্ষতি	৬৯৫	১১১২০	১৮.৭৮	০.৮২
২.	পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে আর্থিক ক্ষতি	৩০০	৪৮০০	৮.১১	০.৩৬
৩.	কৃষি খাতে আর্থিক ক্ষতি	২৮৮.১	৪৬০৯.৬	৭.৭৮	০.৩৪
৪.	আবাসন খাতে আর্থিক ক্ষতি	২৫০	৪০০০	৬.৭৫	০.২৯৬
৫.	পর্যটন খাতে আর্থিক ক্ষতি	২১০	৩৩৬০	৫.৬৭	০.২৪৯
৬.	পাইকারি বাজার, শপিং মল, শো-রুম, ক্ষুদ্র ও ছোট দোকান খাতে আর্থিক ক্ষতি	১৫০	২৪০০	৪.০৫	০.১৭৭
৭.	পোশাক খাতে আর্থিক ক্ষতি	১৪৭.৫	২৩৬০	৩.৯৯	০.১৭৫
৮.	উৎপাদন খাত আর্থিক ক্ষতি	১০০	১৬০০	২.৭০	০.১১৮
৯.	স্থল বন্দর ও বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায়ে সরকারের রাজস্ব আদায় আর্থিক ক্ষতি	৩৩.০৮	৫২৯.২৮	০.৮৯	০.০৩৯
১০.	সিরামিক খাতে আর্থিক ক্ষতি	২০	৩২০	০.৫৪	০.০২৪
১১.	পোল্ট্রি শিল্প খাতে আর্থিক ক্ষতি	১৮.২৮	২৯২.৪৮	০.৪৯	০.০২২
১২.	প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানী খাতে আর্থিক ক্ষতি	১৭.৮৫	২৮৫.৬	০.৪৮	০.০২
১৩.	বীমা খাতে আর্থিক ক্ষতি	১৫	২৪০	০.৪১	০.০১৮
১৪.	হকার্স খাতে আর্থিক ক্ষতি	১৫	২৪০	০.৪১	০.০১৮
১৫.	স্থলবন্দরে আমদানি পণ্য খালাসে আর্থিক ক্ষতি	১০.০৫	১৬০.৮	০.২৭	০.০১১
১৬.	হিমায়ীত খাদ্য আর্থিক ক্ষতি	৮	১২৮	০.২২	০.০১
	সর্বমোট আর্থিক ক্ষতি	২২৭৭.৮৬	৩৬৪৪৫.৭৬	৬১.৫৪%	২.৬৯৭%

- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট জিডিপি ১৩,৫০,৯২০ কোটি (প্রাক্কলিত)
- পরিসংখ্যানে দেখা গেছে চলতি বছরের ১৬ দিন হরতাল/অবরোধে ক্ষতি হয় ৩৬,৪৪৫.৭৬ কোটি টাকা।
- বছরে এক দিনের হিসেবে জিডিপি পরিমান ৩,৭০১.১৫ কোটি টাকা।
- বর্তমান হরতাল/ অবরোধে দৈনিক অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ২,২৭৭.৮৬ কোটি টাকা।
- চলতি বছরের ১৬ দিনের হরতাল/অবরোধের কারণে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ জিডিপির ২.৬৯৭ শতাংশ।